যুগান্তর

তারিখ ... 8 JUN 2010
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৬...

এমপিও তালিকায় যুক্ত হচ্ছে আরও শতাধিক প্রতিষ্ঠান

কারসাজিতে জড়িতদের খুঁজে বের করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

যুগান্তর রিপোর্ট

এমপিও নিয়ে (বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য বেতনের সরকারি অনুদান) প্রকাশিত দ্বিতীয় তালিকায় আরও শতাধিক প্রতিষ্ঠান যুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে এই তালিকা থেকে চিহ্নিত কিছু প্রতিষ্ঠান বাদ যাচ্ছে। সবমিলিয়ে সাড়ে ১৫ শতাধিক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্তভাবে এমপিও পাচ্ছে। চূড়ান্ত তালিকা দু'একদিনের মধ্যে প্রকাশ করবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) প্রকাশিত দ্বিতীয় তালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এমপিও গ্রহণের আবেদন নেয়া হচ্ছে। সোমবার বিকালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নির্বাচিত ১ হাজার ৪৮৩ প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই আবেদন জমা দিয়েছে। আবেদনকারী ওইসব প্রতিষ্ঠানের সারসংক্ষেপ আজ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে বলে সূত্র জানায়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ দ্বিতীয় তালিকা থেকে কিছু প্রতিষ্ঠান বাদ যাওয়ার আভাস দিয়ে সোমবার বলেছেন, এরই মধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অভিযোগ পাওয়া গেছে, সেগুলো যাচাই-বাছাই চলছে। কেবল অভিযুক্তগুলোই বাদ যাবে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দ্বিতীয় তালিকার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন হওয়ার পাশাপাশি নতুন করে বাদ যাওয়া প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনায় মন্ত্রণালয়ের একটি সিন্ডিকেট ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বাদ যাওয়া ১৩৯ প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টরা মন্ত্রণালয়ে বিশেষ করে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। ভুক্তভোগী এক শিক্ষক সোমবার সাংবাদিকদের জানান, বাদপড়া সব প্রতিষ্ঠান নতুন তালিকায় স্থান না পাওয়ার খবরে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। এ কারণে অনেকে ঢাকায় চলে এসেছেন। তারা নতুন করে যোগাযোগ করছেন। এ কারণে এবার দরদামের রেট বেড়ে গেছে বলে ওই শিক্ষক জানান। এদিকে সংসদ সদস্যদের স্বাক্ষর জাল করে এমপিওর জন্য আবেদন করার যে অভিযোগ উঠেছে, সে বিষয়টি সোমবারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনার শীর্ষ বিষয় ছিল। প্রায় ৩০ মিনিট আলোচনা হয় এ ব্যাপারে। মন্ত্রীরা বিএনপি-জামায়াতপন্থী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল-মাদ্রাসা এমপিও পাওয়ার পেছনে সংসদ সদস্যদের জাল স্বাক্ষরে ডিও (চাহিদা) আসার বিষয়টিতে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী তালিকা প্রণয়নকালে (শিক্ষা উপদেষ্টার দপ্তরের) কর্মচারীদের কোন 'কারসাজি' থাকতে পারে বলেও বৈঠককে অবহিত করেন। তখন প্রধানমন্ত্রী 'জাল স্বাক্ষর' এবং 'কারসাজি'র সঙ্গে কেউ জড়িত থাকলে তাদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। ৩১ মে শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রণীত এমপিও'র দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশিত হয়। এর আগে ৬ মে রাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণীত তালিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম তালিকার ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় প্রকাশ্যে জোরালো আপত্তি ওঠে। দ্বিতীয় তালিকার ব্যাপারেও বিভিন্ন মন্ত্রী এবং এমপিদের পক্ষ থেকে অভিযোগ ওঠে, তাদের সুপারিশের বাইরে এমপিও পেয়েছে। এছাড়া এমপিদের কেউ কেউ তাদের স্বাক্ষর জাল করে এমপিও'র আবেদনের অভিযোগ করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত এক তালিকায় দেখা যায়, ১০ জন মন্ত্রী এবং ৪৭ জন এমপিসহ বিশিষ্ট নাগরিকদের প্রতিষ্ঠান বাতিল হয়েছে দ্বিতীয় তালিকা থেকে। তবে এ ব্যাপারে শিক্ষা উপদেষ্টার দপ্তর থেকে ভিন্ন তথ্য জানানো হয়েছে। নাম প্রকাশ না করে একজন কর্মকর্তা জানান, জাল স্বাক্ষরের ডিও এসে থাকলেও তারা তা ধরার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নন। এছাড়া অনেকে হাতে হাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডিও জমা দিয়েছেন। যে কারণে স্বাক্ষর জাল হতে পারে— এমন বিষয় তারা সন্দেহে নেননি। আর যেসব মন্ত্রী-এমপির প্রতিষ্ঠান বাতিল হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে— তাও সঠিক নয়। কেননা, ডিও দেখে প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। আর প্রত্যেকের ডিও থেকে একাধিক প্রতিষ্ঠান এমপিও পেয়েছে।

বিএনপি-জামায়াতপন্থী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান দলীয় সংসদ সদস্যদের ডিও লেটারে ছিল। যে কারণে তালিকা প্রণয়নকালে ওইসব প্রতিষ্ঠানের দলীয় পরিচয়ের ব্যাপারটিও সন্দেহে নেয়া হয়নি। সোমবার দুপুরে এসব ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি বলেন, তার কাছে এমপিদের অসংখ্য অভিযোগ এসেছে, আগের প্রকাশিত তালিকা ভালো ছিল। নতুন তালিকায় অনেক সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান বাদ যাবে। তবে নতুন কোন ডিও নেয়া হবে না এবং নতুন কোন প্রতিষ্ঠান এমপিও পাবে না। প্রকাশিত দুই তালিকা অনুযায়ী এমপিও যাবে।